সুরক্ষা শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

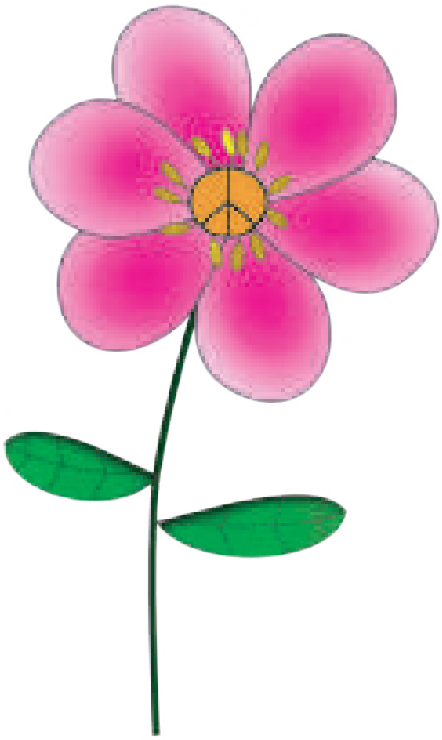

রচনায়

ড. উত্তম কুমার দাশ

সম্পাদনায়

শাহীনারা বেগম

অঙ্কনে

সুদর্শন বাছার

সুজাউল আবেদীন কিষান

প্রণয়নে

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

কারিগরি সহায়তায়

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

European Union

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

Save the Children

প্রকাশক

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
১০/১৪ ইকবাল রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা–১২০৭
ফোন : ৮১২৯৯২৬, হটলাইন : ০১৭৭৮২৪৯২৭৭
E-mail: btsbd94@yahoo.com
Web: www.breakingthesilencebd.org

অর্থায়নে

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

সহযোগিতায়

সেভ দ্য চিলড্রেন

অঙ্কন ও ডিজাইন

সুদর্শন বাছার
সুজাউল আবেদীন কিষান

সূচিপত্র

অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	১০
তৃতীয় অধ্যায়	১২
চতুর্থ অধ্যায়	৩০

প্রথম অধ্যায়

শিশু সুরক্ষা ও আমাদের পরিবার

পরিবারে সুরক্ষিত শিশুই আগামী দিনের প্রতিভা সম্পন্ন শিশু। পরিবার শিশু সুরক্ষার প্রধান ক্ষেত্র। পরিবারের মধ্যেই শিশু জন্ম থেকে জীবনের সকল স্তর অতিবাহিত করে। তবে শৈশব এবং কৈশরকাল শিশুর জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়েই শিশুর নিরাপত্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিঘ্নিত হয়ে থাকে। শিশুর নিরাপত্তায় পরিবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রাখে। একদিকে পরিবার যেমন শিশুর নিরাপত্তার মূল অন্যদিকে এই পরিবারের মধ্যেই শিশু অধিক অনিরাপদ। শিশুর জন্য বাসযোগ্য পরিবার গঠনে পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বাবা-মা, ভাই- বোন নিয়ে যেমন আমাদের পরিবার গঠিত হতে পারে, যাকে আমরা একক পরিবার বলি। আবার বাবা-মা, ভাই- বোন, চাচা-চাচি, চাচাত ভাই- বোন, দাদা-দাদি নিয়েও আমাদের পরিবার গঠিত হতে পারে, যাকে আমরা যৌথ পরিবার বলি। এই দুই ধরনের পরিবারের মধ্যেই শিশু বড় হতে থাকে। এই দুই পরিবারে আবার আত্মীয় স্বজন, কাজের লোকসহ বহু ধরনের লোক বসবাস করতে পারে। কিন্তু তারা পরিবারের সদস্য না হলেও পরিবারের সদস্যদের মতো বসবাস ও আচরণ করে । শিশুর নিরাপদ জীবনে প্রায়শই নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন ও শোষণের মতো ঘটনা ঘটে এই যৌথ পরিবার, আত্মীয় এবং অনাত্মীয়দের মাধ্যমে। সুতরাং যারা আমাদের পরিবারের সদস্য তাদের সকলকে শিশুর শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষায় অত্যন্ত সজাগ থাকা জরুরি।

এ অধ্যায় পাঠে আমরা-

- শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্র ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- শিশুর শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষার প্রতিবন্ধকতা বিশ্লেষণ করতে পারব ।
- শিশুর শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষায় পরিবারের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব ।

পাঠ-১ ও ২ : শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্র

শিশুর বেড়ে ওঠার পরিবেশই তার সুরক্ষার ক্ষেত্র । পরিবার, প্রতিবেশি, বিদ্যালয় এবং বেড়ে ওঠার এলাকা শিশু সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ । এছাড়া শিশু সুরক্ষার আরো অনেক ক্ষেত্র রয়েছে । শ্রমজীবী শিশু যে কর্মক্ষেত্রে কাজ করে সে কর্মক্ষেত্র তার সুরক্ষার ক্ষেত্র । বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর বিদ্যালয় ও খেলার মাঠও তার সুরক্ষার ক্ষেত্র । বাবা-মা বিচ্ছিন্ন পথশিশু যে রাস্তাঘাট কিংবা রেল স্টেশনে দিন-রাত কাটায় এ পরিবেশ তার সুরক্ষার ক্ষেত্র । অর্থাৎ যে পরিবেশেই শিশু বেড়ে উঠুক না কেনো সে পরিবেশই তার সুরক্ষার ক্ষেত্র । শিশুর জন্য এ পরিবেশকে আমাদের সুরক্ষিত করতে হবে । শিশুকে এ পরিবেশে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে ।

পরিবার

পরিবার শিশুর প্রথম সুরক্ষার ক্ষেত্র । মা-বাবা, ভাই- বোন নিয়ে আমাদের পরিবার । তবে বড় ভাই-বোন, চাচা-চাচি, চাচাত ভাই-বোন, দাদা-দাদিসহ অনেকেই এ পরিবারে থাকে । পরিবারের কাঠামোর দিক দিয়ে কোন পরিবার একক আবার কোনো পরিবার যৌথ । যা আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে জেনেছি । মা-বাবা, ভাই-বোন নিয়ে আমাদের একক পরিবার আবার মা-বাবা, ভাই-বোন, চাচা-চাচি,

পথ শিশুর জন্য নিজকে রক্ষা করার প্রশিক্ষণ

চাচাত ভাই- বোন, দাদা-দাদি নিয়ে আমাদের যৌথ পরিবার। এই ধরনের পরিবারের মধ্যেই শিশু অধিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। শিশু যৌন নির্যাতন, শোষণ অধিক ঘটে পরিচিত জনের মধ্যে। সুতরাং পরিবারের অধিক কাছের মানুষ যেমন বাবা-মা, আপন বড় ভাই- বোনদের দায়িত্ব হওয়া উচিত পরিবারের সদস্যদের সচেতন করা, শিশুকে সবসময় নজরে রাখা এবং শিশুকে সুরক্ষার শিক্ষা দেওয়া। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে শিশুর অধিকার, সুযোগ সুবিধার প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল ও সুদ"ষ্টি রাখা প্রয়োজন। এ ধরনের পরিবারে শিশুর বিকাশ সুষ্ঠু হয়।

শিশুকে তার শরীরের সীমানা সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে।

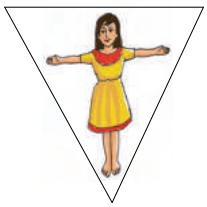

শরীরের সীমানা

প্রতিবেশী

শিশু সুরক্ষার দ্বিতীয় গুরুত্বপুর্ণ ক্ষেত্র হলো আমাদের প্রতিবেশী । প্রতিবেশীর সাথে আমাদের সম্পর্ক অধিক হয়ে থাকে। বিপদে আপদে প্রতিবেশীই আমাদের নিকটের বন্ধু। এ ক্ষেত্রে শিক্ষিত ও সচেতন প্রতিবেশীরাই অধিক এগিয়ে আসে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিবেশীরা নিকট আত্মিয়ের মতো ভূমিকা পালন করে। সমাজজীবনে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রতিবেশীরা পরস্পরের মধ্যে আনন্দ ফূর্তি এবং সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেয়। সমাজজীবনে এরাই ভালো প্রতিবেশী। এ প্রকৃতির প্রতিবেশীরা নিজের সন্তানের প্রতি যেভাবে সচেতন অন্যের সন্তানের ক্ষেত্রেও তেমনিভাবে সচেতন। সমাজজীবনে এ প্রকৃতির প্রতিবেশীর মধ্যে শিশু স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে। কেনোনা প্রতিবেশীর মধ্যেই শিশু বেড়ে ওঠে। ভালো প্রতিবেশীর প্রভাব শিশুর জীবনকে সুন্দর ও ছন্দময় করে তুলতে পারে। আবার মন্দ প্রতিবেশীর কারণে শিশুর বিকাশ বাধাপ্রাপ্তও হতে পারে। তাই প্রতিবেশীর প্রতি বাবা-মাকে অধিক সচেতন হতে হয়।

শিশুর জীবনের অনেক আচরণই প্রতিবেশীর মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিবেশীই শিশু নিরাপত্তাহীনতার কারণ। সমাজজীবনে অনেক ক্ষেত্রে শিশু অপহরণ, শিশু নির্যাতন, যৌন হয়রানি, যৌন নির্যাতন ও শোষণের মতো ঘটনা প্রতিবেশির মাধ্যমে ঘটে থাকে। সুতরাং শিশু সুরক্ষার দ্বিতীয় ক্ষেত্র হলো প্রতিবেশী।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিশু সুরক্ষার তৃতীয় ক্ষেত্র হচ্ছে তার নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিশুর বিকাশের সাথে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক গভীর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রমে শিশু নানাভাবে অংশগ্রহণ করে। এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে

শিশুর সাথে শিক্ষক, কর্মচারি, সহপাঠি এবং অন্যান্যদের সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শিশুর আচরণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসব ব্যক্তিবর্গের আচরণের প্রভাব প্রতিফলিত হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, সহপাঠি, কর্মচারি এবং ব্যবস্াপনা কমিটির সদস্যগণ শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কিত। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সম্পর্কিত অধিকার নির্ভর করে এসব মানুষের ওপর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত হলে শিশুর সুরক্ষা অনেকটা নিশ্চিত হবে। তবে এ ক্ষেত্রে শিশুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসা যাওয়ার পথও শংকামুক্ত হতে হবে। এ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিবেশও শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য উপযোগি হতে হবে। এ প্রতিষ্ঠানে শিশু যাতে আনন্দপূর্ণ পরিবেশে খেলাধূলা করতে পারে এ দিকেও সকলের সজাগ দ"ষ্টি দিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, বিষয় শিক্ষক এবং কর্মচারির সাথে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সাথে পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। তাহলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু সুরক্ষিত হবে।

শিশু যে এলাকায় বেড়ে ওঠে এটিই তার সমাজজীবন। সমাজজীবনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে শিশু সম্পর্কিত। শিশু তার এলাকায় অবস্ি'ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন, মসজিদ, মন্দির গীর্জা এবং প্যাগোডায় নিজ ধর্ম পালনের উদ্দেশ্যে গমন করে। আবার বিনোদনের প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাব, লাইব্রেরী এবং সাংস্কৃতিক সংঘেও অংশগ্রহণ করে। এ সব কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ও বিকাশ সুষ্ঠু হয়। কিন্তু এসব কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুর সাথে বহু মানুষের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রেও বাবা-মা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অধিক সচেতন থাকতে হয়। সমাজজীবনের এসব প্রতিষ্ঠান শিশুর সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

শিশু পরিবার ও প্রতিবেশির পরে এলাকার মানুষের সংস্পর্শে আসে। শিশুর শৈশব এবং কৈশর এলাকার বিভিন্ন পরিবেশে কাটে। শিশুর সুষ্ঠুভাবে বেড়ে জন্য নিজ এলাকার সমাজজীবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সমাজজীবন শিশু সুরক্ষার একটি অন্যতম ক্ষেত্র। শিশু সুরক্ষার জন্য এসব ক্ষেত্র যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তেমনি এ ক্ষেত্রেই শিশু অধিক অনিরাপদ।

আমাদের সমাজে অনেক শিশু রেল স্টেশন, বাস স্টেশন, রাস্তার পার্শ্ব এবং মার্কেটের বাইরের খোলা স্ানে রাত কাটায়। এ সব শিশুদের আমরা পথ শিশু হিসাবে জানি। আমরা শিশু হিসাবে যে অধিকার ভোগ করি এসব শিশুও একই অধিকার ভোগ করার কথা। কিন্ত এরা সমাজে তাদের অধিকার থেকে

বঞ্চিত। এদের প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। এসব শিশুর বসবাসের সুনির্দিষ্ট কোনো জায়গা নেই। নিশ্চিন্তে ঘুমানোর জায়গা নেই। পড়াশুনার জন্য বিদ্যালয় নেই। এমনকি তাদের ভাগ্যে প্রতিদিনের খাবারও জোটে না। এসব শিশুদের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে নানা ধরনের বাধার সম্মুখিন হতে হয়। যৌন হয়রানি, নির্যাতন এবং যৌন শোষণ এসব শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা। তাই তাদের বেড়ে ওঠার স্থানগুলো সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। তাদের সুরক্ষায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের শিশু অধিকার এবং শিশু আইন বিষয়ে সচেতন করা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে শ্রমজীবী শিশুর সংখ্যা অনেক। এসব শিশুরা বিভিন্ন শিল্প কারখানায় যেমন, পোশাক, চামড়া, চাতাল প্রভৃতি শিল্পে শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। বাসা বাড়িতে গৃহ শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। কাঁচাবাজারে কুলি হিসাবে কাজ করে। এছাড়াও তাদের শ্রমদানের ক্ষেত্র অনেক। এসব শিশুরা প্রতিনিয়তই তাদের কর্মক্ষেত্র, বসবাসের স্থান, রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। এসব শিশুদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন চাকুরিদাতা, গৃহমালিকসহ অন্যান্যদের শিশু অধিকার ও শিশু আইন বিষয়ে সচেতন করে তোলা।

পাঠ-৩ : শিশুর শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষার প্রতিবন্ধকতা

শিশুকে আগামী দিনের দেশ গড়ার কারিগর হিসাবে গড়ে তুলতে প্রয়োজন তাকে সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করা। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ যাতে ছন্দময় হয় সেদিকে গুরুত্ব প্রদান করা। কিন্তু সমাজজীবনে শিশুর সুরক্ষা নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

দারিদ্র্য শিশু সুরক্ষার অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। দরিদ্র পরিবারের শিশু অধিক অরক্ষিত। অভাব মিটানোর জন্য এসব পরিবারেরর সদস্যরা অধিক সময় ব্যাস্ত থাকে। দুবেলা দুমুঠো খেতে পাওয়ার তাগিদই তাদের অধিক থাকে। নিজ শিশু সন্তান কোথায় যাচ্ছে, কার সাথে মিশছে, কী খাচ্ছে এসব প্রশ্নে জবাব এদের কাছে নেই। দরিদ্রতার কারণেই এসব পরিবারের শিশুরা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। তাছাড়া এ সব পরিবারের বাবা-মা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব একটা ভাবতে পারে না। বিদ্যালয়ের পড়াশুনা অবৈতনিক হলেও এ অধিকার তারা ভোগ করতে পারে না। যার কারণে এসব শিশু বেড়ে ওঠে অবহেলা ও অনাদরে। বসবাস করতে হয় তাদের অরক্ষিত পরিবেশে। সহ্য করতে হয় অবহেলা, নির্যাতনসহ নানা ধরনের মানসিক লাঞ্ছণা। এসব পরিবারের বাবা-মা শিশুর খাদ্যের চাহিদাই যথাযথভাবে পূরণ করতে

পারে না। শিশুর মানসিক চাহিদা সম্পর্কে এ পরিবারের সদস্যদের কোনো ধারণাই নাই। শিশুর আবেগ ও অনুভূতির মূল্য এসব পরিবারের সদস্যগণ জানে না। সুতরাং এসব পরিবারের বাবা-মায়ের অসচেতনতাই শিশুর শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষার বিরাট প্রতিবন্ধক।

ধনী পরিবারেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের অসেচনতার কারণে শিশুর শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষা বাধগ্রস্ত হয়। এসব পরিবারের বাবা-মায়ের পরিবারের বাইরের কাজে অধিক ব্যস্ততার কারণে সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করে না। সন্তানের শরীর গঠনের জন্য পরিমিত পুষ্টি পাচ্ছে কিনা তা তারা জানে না। তাদের বিনোদন, শিক্ষা প্রভৃতি যথাযথভাবে চলছে কিনা তা তারা জানে না। এতে সন্তানের সাথে এ ধরনের বাবা-মায়ের সম্পর্কের মধ্যে একটা ফাঁক তৈরি হয়। এ ধরনের পরিবারেও সন্তানরা অরক্ষিত। সন্তান বাবা-মায়ের কাছে তাদের মনের কষ্ট, দুঃখ প্রভৃতি আবেগ প্রকাশ করে না। অনেক সময়ই এসব পরিবারের শিশু নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে যা নিজের মনের মধ্যে পুষিয়ে রাখে এবং নিজের ব্যাপক ক্ষতি করে। আবার অনেক বাবা-মা রয়েছেন তারা শিশুর মনের আবেগ অনুভূতি বুঝতেই চান না। শিশুর প্রতি নির্দয় আচরণ করে শিশুর চাওয়া-পাওয়াকে অবদমিত করে। এসব শিশুরাও এ ধরনের পরিবারে অরক্ষিত। তাদের সুরক্ষা যথাযথভাবে হচ্ছে না।

বিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষক রয়েছেন যারা শিশুর আবেগ, অনুভুতি, চাওয়া, পাওয়া এবং শিশুর অধিকার সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন নয়। আবার অনেকে নিজ পেশার নীতি ও মূল্যবোধ সম্পকেও অবহিত নয়। বিদ্যালয়ে এসব শিক্ষক অনেক ক্ষেত্রেই শিশুর প্রতি নির্দয় আচরণ করে। তাই বিদ্যালয় পরিবেশেও শিশু অরক্ষিত।

সমাজজীবনে শিশু প্রতিবেশী, অন্তরঙ্গ বন্ধু, সহপাঠি প্রভৃতি দলে মিশে। এসব দলের মধ্যে দ্বন্দ্বে শিশু প্রতিনিয়তই শারীরিক নির্যাতন ও মানসিক চাপের মধ্যে পড়ে। এ কারণেও শিশুর শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষা বাধাগ্রস্ত হয়।

পাঠ-৪: শিশুর শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষায় পরিবারের ভূমিকা

শিশুর যথাযথভাবে বেড়ে ওঠার জন্যে তার শরীর ও মনের বৃদ্ধি ও বিকাশ দুইই সমান গুরুত্বপূর্ণ। বৃদ্ধি বলতে পরিমানগত বেড়ে ওঠাকে বোঝায়, আর বিকাশ বলতে গুণগত উন্নয়নকে বোঝায়। বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে পরিস্কার করা যেতে পারে। শিশুর ছোট্ট হাত দুটি ধিরে ধিরে বড় হতে থাকে। এর

দ্বারা তার হাতের বৃদ্ধি বোঝায়; কিন্তু তার হাত দুটি শুধু আকারে আয়তনে বড় হয় না, বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটি দিয়ে সে নানা রকম কাজ করতেও সক্ষম হয়। হাতের সাহায্যে ক্রমান্বয়ে বিচিত্রতর কাজ করার দক্ষতা অর্জনকেই হাতের বিকাশ বলা হয়। শরীরের অন্যান্য অঙ্গও এভাবে বৃদ্ধি পায় এবং বিকাশলাভ করে। শিশুর মনের ক্ষমতাগুলোও একইভাবে বিকশিত হয়। শিশুর বুদ্ধি বাড়ে, স্মৃতিশক্তি বাড়ে এবং কল্পনা করার শক্তিও বাড়ে।

শিশুর শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মনেরও বিকাশ ঘটে। বয়স বাড়ার সাথে শিশু নতুন নতুন কথা শেখে। প্রতি বছরই তার শব্দভান্ডার বেড়ে যায় এর সাথে বাড়ে চিন্তা করার শক্তি, বিচারবুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি এবং কল্পনা করার প্রবনতা। বাল্যকালে প্রত্যেক শিশুর চিন্তাজগতে অবাস্তব কল্পনা অধিক থাকে। সে রাজা হতে চায়। আকাশে পাখির মতো উড়তে চায়। আকাশ ছুঁতে চায়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এক সময় এসব কল্পনা আর থাকে না। সে বাস্তব বুঝতে পারে।

পরিবার শিশুর এই শরীর ও মনের বিকাশ এবং এর সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবারের মধ্যেই শিশু তার পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে। পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ পরিবার থেকেই সে অর্জন করে। বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, ছোটদের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা যা পরিবারে পারস্পরিক আচরণের মাধ্যমে শিশু অর্জন করে। আবার সহযোগিতা, সহমর্মিতা, আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশও শিশু পরিবারে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে অর্জন করে। সুতরাং শিশুর শরীর ও মনের সুষ্ঠু বিকাশে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবারের অভ্যন্তরে বা বাহিরের যে কোনো কারণে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। শিশুর বিকাশ যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় এ কারণে তার শারীরিক ও মানসিক দিকের বিভিন্ন বিষয়ের সুরক্ষা প্রয়োজন। পারিবারিক পর্যায়ে শিশুর শারীরিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার মূল কারণ হলো শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের প্রভাব। পরিবারের মধ্যে শিশু নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে যা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যহত করে। আবার পরিবারের বাহিরের কোনো কারণেও শিশুর বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। শারীরিক প্রহার, যৌন নির্যাতন, যৌন শোষণ, অকারণে বকাঝকা, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বাধ্য করা, মনের উপর চাপ প্রয়োগ করা, ব্যক্তিত্বে আঘাত করা প্রভৃতি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রধান বাধা। আমাদের দেশে অনেক শিশু এ কারণে অকালে ঝড়ে যাচ্ছে যার কোনো সঠিক হিসাব নেই।

শিশুর শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষায় পরিবারের সদস্যদের শিশু অধিকার বিষয়ে সচেতন করা জরুরি। শিশুর বিকাশ যাতে কোনোভাবে ব্যহত না হয় এ ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, প্রতিবেশি, শিশুর খেলার সাথী, এলাকার জন প্রতিনিধিসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে শিশু অধিকার ও শিশু আইন বিষয়ে সচেতন করা প্রয়োজন। তাছাড়া যেসব শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে মানসিক সমর্থন জরুরি। কোনো কোনো পরিবারে সচেতন বাবা-মা শিশুর সুরক্ষায় মানসিক সমর্থন দিয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে এ ধরনের সচেতন বাবা-মায়ের সংখ্যা খুবই কম। তবে ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স বেসরকারি সংগঠন এ বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন যা চাহিদার তুলনায় খুবই কম।

অনুশীলনী

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. পরিবার শিমু সুরক্ষার প্রথম ক্ষেত্র, কারণ–

i. পরিবারেই শিশু বেড়ে ওঠে
ii. মা-বাবাই প্রথম শিশুকে ভাল-মন্দ বিষয়ে সচেতন করে
iii. শিশু অধিকার বিষয়ে পরিবারের ভূমিকা অধিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং ii
খ. ii এবং iii
গ. ii এবং iii
ঘ. i, ii এবং iii

২. কোন পরিবারের মধ্যে শিশুর বিকাশ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়?

ক. শিশু অধিকার সচেতন ও দ্বায়িত্ববান পরিবারে
খ. আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারে
গ. কর্মজীবী বাবা-মায়ের পরিবারে

৩. কোন প্রকৃতির প্রতিবেশীর মধ্যে শিশু স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে?-

ক. নিজ ও অন্যের সন্তানকে একইভাবি দেখে যে প্রতিবেশি

খ. শিক্ষিত এবং আর্থিকভাবে সচ্ছল প্রতিবেশী
গ. কর্মজীবী এবং শিক্ষিত প্রতিবেশী
ঘ. আত্মীয় এবং কাছের প্রতিবেশী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পরিবার কেন শিশু সুরক্ষার প্রথম ক্ষেত্র?

২. শিশুর মানসিক সুরক্ষার বলতে কি বুঝায়?

৩. শিশুর শারিরিক সুরক্ষার বাধা সমূহ লিখ ।

৪. শিশুর শারিরিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর?

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজে যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও শোষণ পরিস্থিতি

আমাদের দেশে যৌন হয়রানি, নির্যাতন এবং শোষণের ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। এটি বর্তমানে একটি সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যা গ্রাম ও শহরে সর্বত্রই। কিশোর, কিশোরী, যুবক, যুবতী, বয়স্ক এমনকি শিশুরাও এ ধরনের আচরণের শিকার হয়ে থাকে। যত ঘটনা ঘটছে তার চেয়ে কম সংখ্যক ঘটনাই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত ঘটনা পড়ে আমরা শিহরিত ও মর্মাহত হই। এ ধরনের ঘটনাগুলির মধ্যে যৌন শোষণের ঘটনাগুলি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

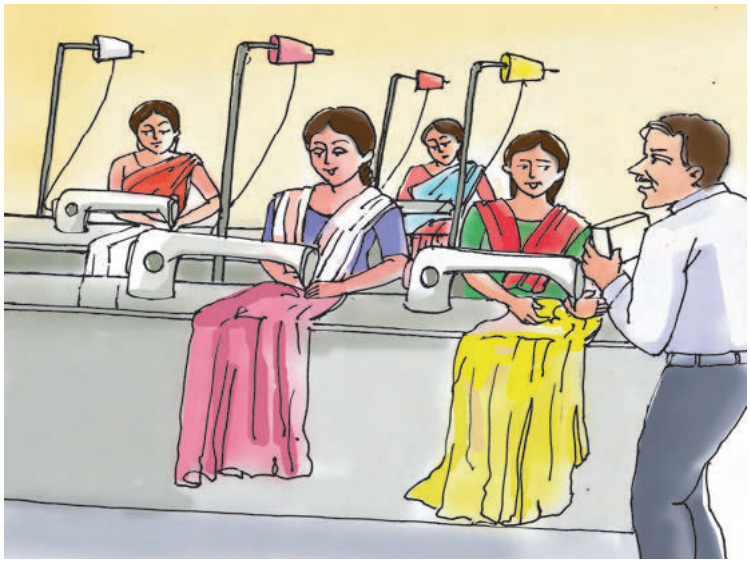

একটি কারখানায় মেয়ে মিশুরা কাজ করছে, মালিক ও সুপারভাইজাররা খারাপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- যৌন শোষণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- যৌন হয়রানি, নির্যাতন এবং শোষণের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব;
- সমাজে যৌন শোষণ সংঘটনের ক্ষেত্রসমূহ সনাক্ত করতে পারব;
- যৌন হয়রানি, নির্যাতন এবং শোষণের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ - ১.১ : যৌন শোষণের ধারণা

আমাদের সমাজে যৌন হয়রানি, যৌন নির্যাতন ঘটনার পাশাপাশি যৌন শোষণের ঘটনাও ঘটছে। যৌন শোষণের ঘটনা গ্রামের চেয়ে শহরে অধিক ঘটে থাকে। শহরের বিভিন্ন স্থান যেমন-গৃহ, কর্মক্ষেত্র, কলকারখানা, পার্ক, লঞ্চ ও স্টিমার ঘাট, বাস ও রেল স্টেশন প্রভৃতিতে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। এ ক্ষেত্রে বহু ধরনের প্রতারণার ঘটনাও ঘটতে পারে। তাহলে এখন প্রশ্ন যৌন শোষণ কী?

যৌন শোষণ

যৌন শোষণ বলতে বোঝায় শিশু, কিশোর-কিশোরীকে যৌন কাজে ব্যবহার করা এবং তার বিনিময়ে তাদেরকে বা অন্যকোনো ব্যাক্তিকে টাকা কিংবা অন্যকিছু দেওয়া।

যৌন কাজে ব্যবহার করা বলতে বোঝায়-

- পতিতালয় কিংবা অন্যকোনো স্থানে শিশু, কিশোর-কিশোরীকে যৌন কাজে ব্যবহার করা।
- যৌন কাজের জন্য শিশুদেরকে বেচাকেনা করা।
- ছুটি কাটাতে নিজ দেশের ভেতরে কোনো স্থানে বা অন্যকোনো দেশে গিয়ে শিশু,
- কিশোর-কিশোরীকে যৌন কাজে ব্যবহার করা।
- শিশুদের যৌন কাজের দৃশ্য বা তাদের যৌন অঙ্গ দেখিয়ে যৌন কাজে ব্যবহার করা (যেমন- ছবি কিংবা সিনেমার মাধ্যমে)।

এবার আমরা নিচের ঘটনাটি পড়ি -

কদমের টঙয়ের ফাঁদ

কদম সুপারির ব্যবসা করত। কাঁচা সুপারি বাজার থেকে কিনে এনে পঁচিয়ে রোদে শুকাত। রোদে শুকানোর পরে তা ছিলে বাজারে বিক্রি করত। এ কাজে সে শিশু কিশোর ও কিশোরীদের নিয়োগ করত। সুপারি রোদে শুকানোর সময় সে এসব শিশু, কিশোর-কিশোরীদের তার টঙ ঘরে আরাম করতে বলত। একদিন দুপুরে জরিনা ও কুলসুম তার টঙ ঘরে বসেছিল, এমন সময় কদম তাদের কাছে বসে এবং গল্প শুরু

কদমের সুপারির ব্যবসার টঙঘর

করে। গল্পের মাঝে সে যৌন বিষয়ক উত্তেজনাপূর্ণ গল্প বলতে থাকে। এমন রসালো গল্প বলে যে, জরিনা ও কুলসুম উঠতে পারে না। সামাদ, জরিনা ও কুলসুমদের সাথে কাজ করত। একদিন সামাদকে অন্য একটা ফরমাস দিয়ে জরিনা ও কুলসুমকে কাছে নিয়ে সে আরাম করে গল্প জুড়ে দেয়। এক পর্যায়ে জরিনাকে তার কাছে বসতে বলে এবং গল্পের সাথে মিলিয়ে যৌন বিষয়ক ছবি দেখাতে থাকে। কুলসুম ও জরিনা বয়সের কারণে এসব ছবি দেখতে থাকে। এমন এক উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে, কদম কিশোরী দুটি কিছু বোঝার পূর্বেই তার উদ্দেশ্য পূরণ করে। তাদের জীবনের এ চরম ঘটনা যাতে কেউ না জানতে পারে এজন্য হুশিয়ার করে দেয়। এসময় তাদের হাতে টাকা গুজে দেয়। এভাবে নানা প্রতারণার ছলে কদম তাদের বারবার ব্যবহার করে। কদম তার বন্ধুদের নিয়ে এসেও এভাবে শিশু, কিশোর-কিশোরীদের টাকার বিনিময়ে ব্যবহার করত। প্রতারণার শিকার এক শিশু এ ঘটনা তার বাবা-মাকে বলে। প্রতারিত শিশুটির বাবা উপযুক্ত প্রমানসহ নিকটস্থ থানায় লিখিত অভিযোগসহ মামলা দায়ের করেন। ঘটনাটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে কদমের বিরুদ্ধে এলাকারবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং তাকে গণধোলাই দিয়ে থানায় সোপর্দ করে।

কাজ-১ : উপরের ঘটনা থেকে যৌন শোষকদের প্রতারণার কৌশল ও আচরণ চিহ্নিত কর।

পাঠ - ১.২: যৌন হয়রানি ও যৌন শোষণের পার্থক্য

আমরা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে যৌন হয়রানি সম্পর্কে জেনেছি। এ পাঠের মাধ্যমে আমরা যৌন হয়রানি ও শোষণের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে জানতে পারব।

যৌন হয়রানি

যৌন হয়রানি বলতে বোঝায় কোনো একজন বা একদল ব্যাক্তির এমন সব অশোভন ও অশ্লিল আচরণ যা অন্যজনের মানসিকতা ও স্বাধীনতায় চরম আঘাত হানে। কখনো কারো

উদ্দেশ্যে যৌন বিষয়ক কোনো কথা, মন্তব্য, লেখা যা কারো মানসিক যন্ত্রণার কারণ বা উত্যক্ত হওয়ার কারণ হলে যৌন হয়রানি করা হবে। যৌন বিষয়ক কোনো অঙ্গভঙ্গি করলেও তা যৌন হয়রানি হবে।

যৌন হয়রানিকারীরা নানা কৌশলে এ হয়রানি করতে পারে। শিশু, কিশোর-কিশোরী, বধু বা মধ্যবয়সী কোনো নারীর চলাচলের পথে, বিদ্যালয় গমনের পথে, খেলার মাঠে, আঙ্গিনায়, বাড়ির দেয়ালের পাশে কিংবা যেসব স্থান দিয়ে এরা যাতায়াত করে সেসব স্থানে তাদের সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ কথা লিখলেও এ ধরনের কাজ হবে যৌন হয়রানি। কারো উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে যৌন মন্তব্য করাও যৌন হয়রানি। সমাজে যৌন হয়রানি বিভিন্নভাবে ঘটতে পারে। পরিবারের ভেতরেও ঘটতে পারে। প্রতিবেশির মাধ্যমেও ঘটতে পারে। অপরিচিত জন দ্বারাও ঘটতে পারে।

যৌন নির্যাতন

যৌন নির্যাতন বলতে বোঝায় বয়সে বড় কোনো শিশু কিংবা পূর্ণ বয়স্ক কোনো ব্যক্তি যখন তার যেকোনো ধরনের যৌন ইচ্ছা পূরণের জন্য শিশুকে জোরপূর্বক ও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা সুকৌশলের মাধ্যমে ব্যবহার করে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্য ব্যক্তিটি কৌশলের মাধ্যমে কিংবা কোনো কিছু দেওয়ার কথা বলে বা জোর খাটিয়ে শিশুটিকে যৌন কাজে নিয়োজিত করে। কখনো বা শিশুটির মাঝে এমন ধারনার জন্ম নেয় যাতে শিশুটি মনে করে যে ব্যক্তিটির কথা না শুনলে তার ভাগ্যে খারাপ কিছু ঘটবে।
যৌন নির্যাতন হলো শিশুটিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুকৌশলে যৌন কাজে ব্যবহার করা। এক্ষেত্রে টাকা বা অন্য কিছু বিনিময় নাও থাকতে পারে। যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রেও যৌন নির্যাতনকারী কতগুলো প্রতারণামূলক আচরণের আশ্রয় গ্রহণ করে।

যৌন শোষণ

যেকোনো কৌশলে শিশুকে যৌন কাজে ব্যাবহার করে তার বিনিময়ে টাকা কিংবা অন্যকিছু দিলে যৌন শোষণ হবে। যৌন হয়রানি ও শোষণের কৌশল সম্পূর্ণ আলাদা। যৌন হয়রানির প্রভাব মানসিক যা শারীরিক সমস্যায়ও রুপ নিতে পারে। কিন্তু শিশুর উপর যৌন শোষণের প্রভাব আরও ভয়াবহ। যৌন শোষণের প্রভাব শিশুর উপর শারীরিক, মানসিক উভয়ই। উভয় ক্ষেত্রের ঘটনাই শিশুর জীবনকে পঙ্গু করে দিতে পারে।

নিচের ঘটনাগুলো হতে আমাদের নিকট যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও শোষণের ধারনাসমূহের পার্থক্য স্পষ্ট হবে।

ঘটনা

শ্যামলী বৃষ্টির দিনে স্কুল থেকে ফিরছে এবং বখাটেরা গাছের আবডালে ওৎপেতে রয়েছে।

শ্যামলী ও আকবর একই শ্রেণিতে পড়ে। শ্যামলী শ্রেণিতে প্রথম হয়। বিজ্ঞান ও ইংরেজিতে অসাধারণ মেধার অধিকারী সে। আকবর মধ্যম মানের ছাত্র হলেও গনিত ও উচ্চতর গণিতে খুবই ভালো। প্রতিবেশি হিসেবে আকবর শ্যামলীকে গণিতে সহযোগিতা করে। এলাকার বখাটেরা আকবরকে দেখলেই শ্যামলীকে ঘিরে আজে বাজে কথা বলে। এসব কথায় আকবর মানসিকভাবে আহত হয়। বখাটেদের অত্যাচারে এলাকার সাধারণ মানুষও ক্ষিপ্ত।

একদিন বৃষ্টির দিনে শ্যামলী স্কুল থেকে জনশূণ্য রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। বখাটের দল রাস্তার মোড়ে ওৎপেতে ছিল। একা রাস্তায় তারা শ্যামলীকে ঘিরে ধরে এবং হাত ধরে টান দেয়। ঘটনাটি ঘটেছিল আকবরদের বাড়ির কাছেই। শ্যামলী চাচা বলে চিৎকার দিলে আকবরের বাবা, মা ও গ্রামের অনেকেই ছুটে আসে। এ সময় বখাটের দল দৌড়ে পালিয়ে যায়।

আকবরদের বাড়ির কাছে বড় রাস্তার পার্শ্বে রুস্তম আলী গড়ে তুলেছে বিড়ির কারখানা। এ কারখানায় অনেক শিশু শ্রমিক কাজ করে। এ কারখানায় কাজ করে এলাকার শিউলী, বিউটি, খুসবুসহ অনেক শিশু, কিশোর-কিশোরী। প্রায়ই রুস্তম এদের সাথে গল্পের ছলে হাসি, ঠাট্টা ও তামাসা করে। কখনো কখনো সে তাদের গায়ে গা লাগিয়ে বসে। এভাবে সে প্রতিদিই তাদের এরুপ করে। একদিন বিউটিকে সে কাজ শেখানোর নাম করে ভিতরে ডেকে নেন। সে কাজ শেখায় এবং গল্প বলতে থাকে। গল্পের ভিতরে সে যৌন উত্তেজনামূলক ঘটনার অবতারণা করে। এভাবে বিউটির বোঝার আগেই সে অনেক ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে তার হাতে ২০০.০০ টাকা গুজে দেয়। তারপর তাকে ভয় দেখায় ঘটনাটি বললে তার ক্ষতি হবে। বিউটি ঘটনাটি তার বন্ধুদের বলে দেয়। তার মা এ ঘটনা চেপে

যাওয়ার জন্য বলে। বিউটি তা মানতে রাজি নয়। সে এলাকার এক নারী অধিকার কর্মীর সহায়তা চায়। উপযুক্ত প্রমানসহ বিষয়টি নিয়ে থানায় মামলা রজ্জু করা হয়।

কাজ-১: উপরের তিনটি ঘটনা থেকে যৌন হয়রানি, নির্যাতন এবং শোষণ ধারনাটির মধ্যকার পার্থক্য ও সম্পর্ক চিহ্নিত কর।

পাঠ - ৩: সমাজে যৌন শোষণ সংঘটনের ক্ষেত্রসমূহ

সমাজে যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের চেয়ে যৌন শোষণমূলক আচরণ ভয়াবহ। যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের ক্ষেত্রে হয়রানিকারী ও নির্যাতনকারী শিশুর পরিচিত ও অপরিচিত উভয় হতে পারে। কিন্তু যৌন শোষণের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌন শোষণকারী কোনো না কোনোভাবে পরিচিত। কিংবা কোনোভাবে শোষিতের সাথে যোগাযোগ থাকে। যৌন শোষণকারী বহু ধরনের প্রতারণার আশ্রয়গ্রহণ করে। শিশু, কিশোর-কিশোরীরা কোনোভাবে বুঝতেই পারেনা কখন তার জীবনে অঘটন ঘটে যাচ্ছে। এসব প্রতারক যৌন হয়রানিকারীর মতো বখাটেপনা, শিশু, কিশোর-কিশোরীকে উদ্দেশ্যকরে কুরুচিপূর্ণ কথা, অশ্লিল মন্তব্য করে না। তাদের আচরণ শিশু, কিশোর-কিশোরীর আবেগীয় জায়গাগুলোতে ভালোভালো কথা বলে এদেরকে আকৃষ্ট করে। পরে তাদের উদ্দেশ্য পূরণে প্রতারণার মাধ্যমে টাকা কিংবা ভয়ভীতিসহ বহু কৌশলের মাধ্যমে যৌন শোষণ করে।

দৈনিক পত্রিকায় আমরা প্রায়ই যৌন শোষণের ঘটনা পড়ে থাকি। এ ক্ষেত্রে একেকটি ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। নিচে যৌন শোষণের ক্ষেত্রসমূহ আলোচনা করা হলো-

যৌন শোষণের ক্ষেত্রসমূহ

বিভিন্ন কারখানা যেমন-

- বিড়ি
- পোশাক শিল্প
- নুডুলস তৈরির কারখানা
- চুড়ি তৈরি
- জুতা তৈরি

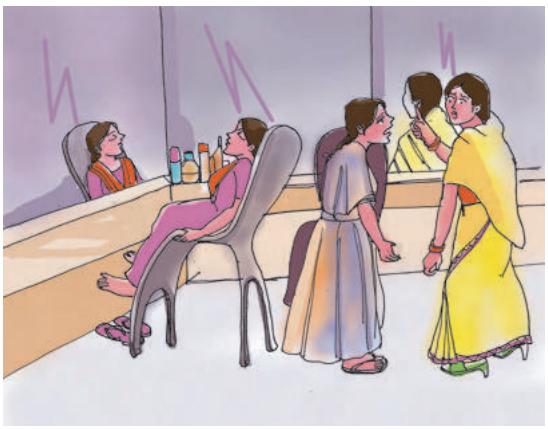

বিউটি পার্লারে কিশোরীরা কাজ করছে। মালিক খারাপ আচরণ করছে

- চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা প্রভৃতি
- বাড়ির মালিক
- চাকুরিদাতা (যেমন- ট্রাভেল এজেন্ট,কিনিক ব্যবসা, হোটেল ব্যবসা, বিউটি পার্লার প্রভৃতি)
- অফিসের উধর্ষ্কতন কর্তৃপক্ষ, সহকর্মী
- বাস ও ট্রেন স্টেশন
- কৃষি খামার
- পতিতালয়
- চলচ্চিত্র কারখানা প্রভৃতি ।

রেলষ্টেশনে কিশোর কিশোরীরা ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে । দূরে পুলিশ ও বখাটিরা দেখছে

যৌন শোষণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘটতে পারে । বিভিন্ন কারখানার মালিক, উধর্ষ্কতন কর্তৃপক্ষ কিংবা সহকর্মী এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে । এরা নানাভাবে প্রোলোভন, সাহায্য সহযোগিতার কথা বলে প্রতারণার মাধ্যমে যৌন শোষণের ফাঁদে ফেলতে পারে । বিভিন্ন শিল্প কারখানায় এ দেশের জনগোষ্ঠির এক বিরাট সংখ্যক শিশু, কিশোর- কিশোরী কাজ করে । মালিক শ্রেণির ব্যক্তিরা চাকরী, পদোন্নতি, অধিক বেতন প্রভৃতির প্রোলোভন দেখিয়ে এসব কিশোর-কিশোরীদের নানা কৌশলে যৌন কাজে ব্যবহার করতে পারে ।

অপহরণকারী শিশুদের প্রলোভন দেখাচ্ছে বিভিন্ন জিনিস দেয়ার জন্য ।

প্রতি বছর এ দেশের অনেক শিশু,কিশোর- কিশোরী হারিয়ে যায় । কখনোবা এরা অপহরণকারী, পাচারকারীর খপ্পরে পড়ে আবার কখনো বা এরা ভুল পথে হারিয়ে যায় । এসব শিশু, কিশোর-কিশোরীর ভাগ্যে কী ঘটে আমরা অনেকেই জানিনা । কোনো কোনো মেয়ে শিশু এবং কিশোরীকে পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয় । যৌন কাজে এসব মেয়ে শিশু ও কিশোরীর জীবন নষ্ট হয়ে যায় । বাড়ির মালিক কর্তৃকও অনেক ক্ষেত্রে শিশু. কিশোর- কিশোরীরা যৌন শোষণের শিকার হয়ে থাকে । কিনিক ব্যবসা, ট্রাভেল ব্যবসা, বিউটি

পার্লার কিংবা অন্যকোনো ব্যবসায়ও চাকরিদাতা কর্তৃক এ ধরনের শোষণের শিকার হয়। হোটেল ব্যবসায় কর্মরত শিশু, কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা একেবারে কম নয়। তারাও এ ধরনের শিকার হয়ে থাকে। চলচ্চিত্র শিল্প এবং কৃষি খামারেও শিশু, কিশোর- কিশোরীরা এ ধরনের শোষণের শিকার হয়ে থাকে।

এসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। যৌন শোষকরা অত্যন্ত চতুর প্রকৃতির। তাদের প্রতারণার কৌশল ও ফাঁদ শিকারী প্রাণির মতো। আমাদের এসব নষ্ট মানুষগুলোকে ঘৃণা করতে হবে।

কাজ-১: তোমার এলাকার কোন কোন ক্ষেত্রে যৌন শোষণ ঘটতে পারে।

পাঠ - ১.৪: সমাজে যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও শোষণ পরিস্থিতি

বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহর জীবনে যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও শোষণের পরিস্থিতি জটিল। তবে গ্রাম ও শহর এই উভয় ক্ষেত্রে যৌন হযরানির পরিস্থিতি অনেকটা একই প্রকৃতির। আমরা প্রায়ই দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে দেখতে পাই গ্রামের শিশু এবং কিশোরীরা স্বাধীনভাবে বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না। বাড়ির কাছের মাঠে পর্যন্ত খেলাধূলা করতে পারছে না। তবে এমন একদিন ছিল যখন গ্রামের এসব শিশু,কিশোর-কিশোরীরা গ্রামের মাঠে বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা যেমন, দাড়িয়াবান্ধা, বৌছি, গোল্লাছুট, কানামাছিসহ বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলায় মেতে উঠত। একই বয়সের প্রতিবেশি ছেলে মেয়েরা খেলত। এখন যেন সেই দিনগুলো হারিয়ে গেছে। আমাদের বয়জ্যেষ্ঠাদের দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে শোনা যায়, আমাদের সময়ে এমন কোনো ঘটনা আমরা শুনিনি। কেন এমন হচ্ছে? তারা অদৃষ্টকে দোষ দেন। কোনো কোনো গ্রামে এখনও ছেলে- মেয়েরা একই সাথে খেলছে, বিদ্যালয়ে যাচ্ছে তবে অধিকাংশ গ্রামেই এ পরিবেশ নেই। এমনকী মেয়ে শিশু এবং কিশোরীরা বাড়ির আঙ্গিনায় পর্যন্ত একা একা চলতে ও খেলতে পারে না। কোনো কোনো গ্রামে যৌন হয়রানিকারীরা রাস্তাঘাটে ওৎ পেতে থাকে। বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে। যৌনতা বিষয়ক নোংরা কথা বলে। বিশেষ উদ্দেশ্যে দেয়ালে নোংরা এবং কুরুচিপূর্ণ কথা লিখে রাখে। দেয়ালে বাজে ছবি আঁকে, বিভিন্ন নামের বিপরিতে মন্তব্য লিখে হয়রানি করে।

গ্রাম ও শহরের রাস্তার মোড়ে কিংবা বাঁকে, গাছ-গাছালির অন্ধকার স্থানে, দোকান ঘরের

সামনে, হাঁটের স্থলে বখাটেরা দাঁড়িয়ে থেকে কিংবা ওৎপেতে থেকে বিদ্যালয়গামী শিশু, কিশোর-কিশোরীকে উদ্দেশ্য করে কুরুচিপূর্ণ কথা বলে। এসব ঘটনায় শিশু, কিশোর-কিশোরীর মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়। মনের উপর চাপ পড়ে। অনেকে এসব ঘটনা প্রকাশ না করে নিজের মধ্যে চেপে রাখে যা তাদের পড়াশুনা, খেলাধূলায় বাধা দেয় এবং মানসিক সমস্যায় ভোগায়।

আমাদের গ্রাম ও শহর জীবনে যৌন নির্যাতন পরিস্থিতি ভয়াবহ। বখাটেরা শুধুমাত্র যৌন হয়রানিমূলক আচরণই করে না, এরা শিশু, কিশোর- কিশোরীর গায়ে পর্যন্ত হাত দেয়। কখনো বা ওড়না ধরে টান দেয়, গায়ে গা লাগিয়ে চলে যায়। অনেকসময় তারা মেয়ে শিশুদের কাছ গিয়ে তাদের শরীর স্পর্শ করে।

আমরা প্রায়ই পত্রিকা খুললে দেখতে পাই ছোট ছোট শিশু, কিশোর-কিশোরীরা হারিয়ে যাচ্ছে। এ সব শিশুরা রেল স্টেশন এবং বাসস্টেশনে অবস্থানরত পথ শিশুরাও এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। বাড়ি থেকে অভিমান করে চলে যাওয়া শিশু, কিশোর-কিশোরীরাও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। প্রতি বছর কত সংখ্যক শিশু, কিশোর-কিশোরী যৌন হয়রানি ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয় তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই।

আমাদের দেশে প্রায় প্রতি বছর সাইকোন, ঘূর্নিঝড়, টর্নেডো ঘটে থাকে। এ সময়ে অধিক ঝুঁকিতে থাকে আমাদের দেশের গ্রামীণ এলাকার শিশু, কিশোর-কিশোরীরা। সুযোগ সন্ধানী বখাটেরা এমন পরিস্থিতিতেও এধরণের নির্যাতন করে থাকে।

আমাদের দেশে পোশাক শিল্প প্রসারের সাথে নারী শ্রমিকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব নারী শ্রমিকের একটা বিরাট অংশ কিশোর এবং কিশোরী। এদের বসবাস ও যাতায়াত পথ সবসময়ই ঝুকিঁপূর্ণ। তারা কারখানার ভিতরেও নিরাপদ নয়। নানা ধরনের কৌশল ও ছলচাতুরীর মাধ্যমে এরা প্রতিনিয়তই নির্যাতিত হচ্ছে। কখনো কখনো এসব শিশু, কিশোর-কিশোরীরা যৌন শোষণের শিকার হয়ে থাকে। আমাদের দেশে এর সংখ্যাও কম নয়।

কাজ-১: তোমার এলাকার যৌন হয়রানি এবং যৌন নির্যাতনের পরিস্থিতি সম্পর্কে লিখ

অনুশীলনী

১.শূন্যস্থান পূরণ কর

ক. যৌন শোষণের ঘটনা গ্রামের চেয়ে শহরে ঘটে থাকে ।

খ. যৌন হয়রানি নির্যাতিতের মানসিকতাতে চরম আঘাত হানে ।

গ. কিশোর-কিশোরীর উপর যৌন হয়রানির প্রভাব ও ।

ঘ. সমাজে যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের চেয়ে যৌন শোষণমূলক আচরন ।

ঙ. যৌন শোষকেরা - চতুর প্রকৃতির ।

২.সংক্ষেপে উত্তর দাও

ক. যৌন শোষণ বলতে কী বুঝ?

খ. যৌন হয়রানি ও যৌন শোষণের ৩টি পার্থক্য বল ।

গ. সমাজে যৌন শোষণ সংগঠনের ৫টি ক্ষেত্র উল্লেখ কর ।

ঘ. গ্রামীণ এলাকার শিশু, কিশোর-কিশোরীরা কোন কোন সময়ে যৌন হয়রানির অধিক ঝুঁকিতে থাকে?

ঙ. বখাটেরা কোন কোন স্থানে ওৎপেতে থাকে?

৩.বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. যৌন শোষণের ঘটনা কোথায় বেশি ঘটে?

ক. গ্রামে

খ. শহরে

গ. কারখানায়

ঘ. অফিসে

২. যৌন কাজে ব্যবহার করা বলতে বোঝায়-

i. যৌন কাজের জন্য শিশুদের বেচাকেনা করা

ii. শিশুদের যৌন কাজের দৃশ্য দেখানো

iii. শিশুদের যৌন অঙ্গ দেখানো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. র ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. রুস্তম আলী বিউটির হাতে ২০০ টাকা গুজে দেয় কেন?

ক. বিউটির পারিশ্রমিক হিসেবে

খ. বিউটির পাওনা টাকা পরিশোধের জন্য

গ. যৌন শোষণের মূল্য হিসেবে

ঘ. বিউটিকে ধার হিসেবে প্রদান

৪. সৃজনশীল প্রশ্ন

শিতলপুরের ধনীর সন্তান লিটন অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া দরিদ্র সোনিয়ার সাথে প্রেমের অভিনয় করে। বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে একসময় তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। একসময় সোনিয়া গর্ভবতী হয়ে পড়লে লিটনের পিতা সোনিয়াকে বিভিন্নভাবে অপবাদ দিতে থাকে। অবশেষে গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে লিটনের পিতাকে বিয়ের জন্য চাপ প্রয়োগ করে। থানায় মামলা হলে পিতা পুত্র উভয়ই গা ঢাকা দেয়।

ক. যৌন হয়রানি কাকে বলে?

খ. যৌন নির্যাতন বলতে কী বুঝ?

গ. সোনিয়ার ঘটনাটি সুরক্ষা শিক্ষার ভাষায় কী বলা হয়? - ব্যাখ্যা কর।

ঘ. লিটনের প্রেমের ফাঁদ এবং কদমের টং এর ফাঁদ গল্প দুটির মর্মকথা এক হলেও প্রেক্ষিত ভিন্ন- বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও শোষণের কারণ ও প্রভাব

সমাজে যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও শোষণের বিভিন্ন ঘটনার মূলে রয়েছে বহুবিধ কারণ। সমাজ জীবনে এর প্রভাব জটিল ও বহুমুখি। যতই দিন যাচ্ছে এ সমস্যা আরো বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে যৌন হয়রানি ও নির্যাতন প্রতিরোধে আইন রয়েছে তারপরও এ ঘটনা প্রতিদিনই ঘটছে। ২০০৯ সালের মে মাসে মহামান্য হাইকোর্ট ১১দফা নির্দেশনা সম্বলিত একটি রায় দেন। এই রায়ে বলা হয়েছে যৌন হয়রানি নারীর মানবাধিকারের চরম লংঘন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে নারীর উপর যৌন হয়রানি আইনের চোখে অপরাধ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের দায় কর্তৃপক্ষের। কোনো ঘটনা ঘটলে শাস্তির বিধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। এছাড়াও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে যৌন নির্যাতনকারীর জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। এতকিছু আইন থাকা সত্ত্বেও প্রতি দিনই আমাদের গ্রাম ও শহরে যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে।

পরিবারের বাবা মায়ের খারাপ সম্পর্কের প্রভাব শিশুর উপরও পড়ে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- যৌন হয়রানি, নির্যাতন এবং শোষণের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- যৌন হয়রানি, নির্যাতন এবং শোষণের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ- ২.১ ও ২.২: যৌন হয়রানি, যৌন নির্যাতন ও যৌন শোষণের কারণ

যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের কারণ আমরা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে পড়েছি। এ প্রসঙ্গে মহামান্য হাইকোর্ট যে নির্দেশনাটি দিয়েছেন তা আমাদের সকলের জানা উচিত। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রসহ সকল সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির শিকার নারী ও শিশুদের জন্য প্রতিরোধমূলক বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে মহামান্য হাইকোর্ট ১৪ মে ২০০৯ সালে একটি নির্দেশনা জারি করেন। উক্ত নির্দেশনা অনুসারে যে সব বিষয় যৌন হয়রানি এবং নির্যাতন বলে গন্য হবে সেগুলো হলো-

- অনাকাঙ্খিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ (সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে) যেমন: শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরণের প্রচেষ্টা।
- প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা।
- যৌন হয়রানি বা নিপিড়নমূলক উক্তি করা।
- যৌন সম্পর্কের দাবি বা অনুরোধ।
- পর্ণোগ্রাফি প্রদর্শন।
- যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা রসিকতা।
- চিঠি, ই-মেইল, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, এসএমএস, পোস্টার, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার,
- টেবিল, নোটিশ বোর্ড দেয়াল লিখনের মাধ্যমে উত্যক্ত করা।
- ব্লাক মেইল এবং চরিত্র হরণের উদ্দেশ্যে স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ।
- প্রেম প্রস্তাব প্রত্যাখানের কারণে চাপ সৃষ্টি এবং হুমকি প্রদান।
- মিথ্যা আশ্বাস, প্রলোভন বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা।

যৌন শোষণ যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের চেয়ে ভয়াবহ। শোষণের একটা দীর্ঘস্থায়ী রুপ আছে। যখন কোনো শিশু, কিশোর-কিশোরী, গৃহ বধু কিংবা অন্য কাউকে যৌন কাজে ব্যবহার করা হয় এবং তার বিনিময়ে তাদেরকে বা অন্যকোনো ব্যক্তিকে টাকা কিংবা অন্য কিছু দেওয়া হয় তখন তা যৌন শোষণের পর্যায়ে পড়বে।

যৌন শোষণের ক্ষেত্রে -

- শিশু, কিশোর- কিশোরীকে পতিতালয়ে কিংবা অন্য কোনো স্থানে তাদেরকে যৌন কাজে ব্যবহার করা হয় ।
- যৌন কাজের জন্য শিশু, কিশোর-কিশোরীকে বেচা কেনা করা হয় ।
- অন্যদেশে ছুটি কাটাতে গিয়ে শিশু, কিশোর-কিশোরীকে যৌন কাজে ব্যবহার করা হয় ।
- শিশু, কিশোর- কিশোরীদের যৌন কাজের দৃশ্য বা তাদের যৌন অঙ্গ দেখানোর (যেমন ছবি কিংবা সিনেমার মাধ্যমে) মাধ্যমে যৌন কাজে ব্যবহার করা ।

সমাজে যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও শোষণের কারণ

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে আমরা যৌন হয়রাণি ও নির্যাতনের কারণ সম্পর্কে জেনেছি। এ পাঠেও আমরা পুনরায় যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের কারণগুলো সংক্ষেপে জানব ।

যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের কারণ

- যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবারের সৃষ্টি
- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্ব
- প্রতিবেশির সাথে সম্পর্কের দূরত্ব
- পরিবারিক মূল্যবোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া
- সমাজের মানুষের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্ব
- দ্বন্দ মেটাতে সমাজের বিবেকবান জ্ঞানীর চেয়ে বিত্তশালীকে অধিক গুরুত্ব প্রদান
- সমাজের পয়সাওয়ালা প্রভাবশালী ব্যক্তির দাপট
- সন্তান লালন পালনে চাকুরীজীবী বাবা-মায়ের উদাসীনতা
- বাবা- মায়ের অধিক শাসন
- বাবা-মায়ের অজ্ঞতা
- বাবা- মায়ের পারস্পরিক দ্বন্ধ, ছাড়াছাড়ি ও বিচ্ছেদ
- পরিবারের ধর্মীয় মূল্যবোধ গড়ে না ওঠা
- শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ না হওয়া
- সমাজে মাদকের ছড়াছড়ি

- ছেলে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অন্ধত্ব
- পরিবারে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্য
- সমাজে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গির অভাব
- দারিদ্র্য
- যৌন হয়রানি ও নির্যাতন বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণার অনুপস্থিতি
- যৌন হয়রানি ও নির্যাতন বিষয়ক আইন বিষয়ে অজ্ঞতা

যৌন শোষণের কারণ

দারিদ্র্য যৌন শোষণের উল্লেখযোগ্য কারণ। দরিদ্র পরিবারের শিশু, কিশোর- কিশোরীরা পরিবারের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে কিংবা পেটের ভাত যোগাড় করতে বিভিন্ন কারখানায় কাজের সন্ধানে যায় এবং কাজ করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব কারখানার মালিক বা দায়িত্ব প্রাপ্ত উধর্ষ্তন কর্তৃপক্ষ প্রতারণার ফাঁদে ফেলে এদেরকে যৌন কাজে ব্যবহার করে এবং বিনিময়ে টাকা কড়ি দিয়ে থাকে। বিভিন্ন শিল্প কারখানায় এ ধরনের শোষণ অধিক ঘটে থাকে। দারিদ্র্যের কষ্ট ঘোচাতেই এসব শিশু, কিশোর-কিশোরীরা এ শিল্পে কাজ করার উদ্দেশ্যে যায়।

আমাদের দেশে স্বল্প আয়ের পরিবারগুলো ঠিকমতো পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে পারে না। এমন পরিবারের শিশু, কিশোর-কিশোরীরা পাচারের শিকার হতে পারে। এরা অনেক ক্ষেত্রেই পেটের ক্ষুধা মিটাতে যৌন শোষকদের খপ্পরে পড়ে এবং টাকার বিনিময়ে যৌন কাজে বাধ্য হয়। পাচারকৃত শিশু. কিশোর কিশোরীরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পতিতালয়ে বিক্রি হয়ে যায়। এরাই পরবর্তি সময়ে এই দুর্বিসহ জীবন মেনে নিতে বাধ্য হয়।পরিবারের সদস্যদের সাথে রাগ বা অভিমান করে অনেক সময় শিশু, কিশোর-কিশোরীরা পালিয়ে যায়। এরা অনেক ক্ষেত্রেই

কারখানায় কাজের জন্য লাইনে দাড়িয়ে কিশোর কিশোরীরা

ঝুঁকিপূর্ণস্থানে আশ্রয় নেয়। এ সময়ে তারা নানাভাবে যৌন শোষণের শিকার হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আমাদের দেশে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে শিশু, কিশোর-কিশোরীরা। এ সময়ে আশ্রয়ের প্রত্যাশায় এরা অনেক ক্ষেত্রে যৌন শোষকদের প্রতারণার ফাঁদে পড়ে শোষিত হয়। বাস ও ট্রেন স্টেশনে বিপদে পড়েও এসব শিশু, কিশোর-কিশোরীরা এ ধরনের শোষণের শিকার হতে পারে।

ব্যবসা ক্ষেত্র যেমন- কিনিক, বিউটি পার্লার, ট্রাভেল এজেন্সিসহ বহু ব্যবসায় এ প্রকৃতির শোষকরা নানা কৌশলে শিশু, কিশোর-কিশোরীকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে যৌন কাজে ব্যবহার করতে পারে।

আমাদের এইসব যৌন হয়রানিকারী, নির্যাতনকারী ও শোষকদের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে। যেসব কারণে এঘটনাগুলো ঘটে আমরা তা থেকে নিজেদেরকে রার জন্য সচেতন ও সতর্ক থাকব। কারো প্রলোভনে পড়ব না, আবেগের কারণে গৃহ ত্যাগ করব না, নির্যাতনকারী, শোষণকারীর মিষ্টি কথায় ভুলব না।

কাজ-১: তোমার এলাকায় যৌন হয়রানি বেড়ে যাওয়ার কয়েকটি কারণ চিহ্নিত কর।

কাজ-২: কয়েকদিনের পত্রিকা সংগ্রহ করে তা থেকে যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও শোষণের সংবাদ কাট এবং এ সংবাদ থেকে ঘটনা ঘটার কারণ চিহ্নিত কর।

পাঠ - ২.৩ ও ২.৪: যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও শোষণের প্রভাব

যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের প্রভাব সম্পর্কে আমরা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে জেনেছি। এ পাঠেও আমরা এ সম্পর্কে জানব।

যৌন হয়রানির প্রভাব

যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার শিশু বা কিশোর-কিশোরীর শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরনের তি হতে পারে। যৌন হয়রানির কারণে শিশুর মানসিক ক্ষতি শারীরিক সমস্যায় রুপ নিতে পারে। শিশুর মনে এ ধরনের হয়রানির কারণে ভয়, আতঙ্ক দেখা দিতে পারে। এ ভয় ও আতঙ্ক থেকে ভয়ের প্রতিক্রিয়া (ফবিক রিয়াকশন) দেখা দিতে পারে। এ সমস্যা শিশুর শারীরিক নানা সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে যেমন- বদ হজম, বমি বমি ভাব, অপুষ্টি প্রভৃতি। শিশুর মানসিক সমস্যারও সৃষ্টি হতে পারে যেমন- খিটখিটে মেজাজ, একাকিত্ব মনোভাব, অন্ধকারে ভালো লাগা, কাজে অমনযোগিতা প্রভৃতি। কোনো

কোনো শিশু মানসিক ভারসাম্য পর্যন্ত হারিয়ে ফেলতে পারে। আবার কেউ অপমান ও লজ্জা সহ্য করতে না পেরে নিজের তি হয় এমন কাজও করে ফেলতে পারে। যৌন হয়রানির শিকার শিশুর সামাজিক ক্ষতিও ব্যাপক।

যৌন নির্যাতনের প্রভাব

যৌন নির্যাতনের বহু তিকর দিক রয়েছে। যে এর শিকার হয় সে মানসিকভাবে এত বিপর্যস্ত হয় যে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়ে। কেউ কেউ সারা জীবন মানসিক যন্ত্রণায় কাটায়। শিশু-কিশোর-কিশোরীর উপর যৌন নির্যাতনের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক প্রভাব হয়রানির চেয়ে জটিল। শারীরিক সমস্যার মধ্যে নিপীড়িতের যৌনাঙ্গ বা অন্যান্য স্থানে ক্ষত, রক্তপাত, পরিবারের সদস্যদের দ্বারা মারধর, যৌনরোগ, অনিচ্ছাকৃত গর্ভপাতসহ নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বা নির্যাতনের কারণে অনেকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। আবার কেহ কেহ নির্বাক হয়ে যেতে পারে। অনেকে অবার আতঙ্কগ্রস্ত হয়। হতাশায় ভোগে। ভয়ার্ত হয়ে পড়ে। কেউবা নিজের ক্ষতি করার ইচ্ছা পোষণ করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নিপীড়িতের পরিবারের সাথে সমবেদনা প্রকাশ করার পরিবর্তে এক ঘরে হয়ে বসবাস করতে হয়। নিপীড়িত বিদ্যালয়ে, ঘরের বাইরে পর্যন্ত যেতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে ঘটনায় পুলিশি তদন্ত হলে নিপীড়িতের উপর তদন্তের নামে নানা প্রকৃতির নির্যাতন চলে। নির্যাতিত শিশু, কিশোর-কিশোরীর উপর পুলিসি নির্যাতনও একেবারে কম নয়।

নির্যাতনের শিকার শিশু বিষন্নতায় ভুগছে

সমাজের লোকজন সাধারণত যৌন নির্যাতনের শিকার শিশু, কিশোরীকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে চায় না। অনেক সময় তারা নিপীড়িতকেই দোষী মনে করে। এমনকী নিপীড়িতের পরিবারকেও অনেকে এরকম মনে করতে পারে। নিপীড়িত শিশু, কিশোর বা কিশোরীর উপর অনেক সময় অত্যাচার করা হয়। এর ফলে এরা অস্বাভাবিক আচরণ করতে পারে, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতে পারে। অনেক সময় এদের মনে প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা জন্মে, যা পরবর্তী জীবনে

তাদের আচরণে বিচ্যুত আচরণের জন্ম দেয়। নির্যাতনের শিকার পথ শিশু, কিশোর-কিশোরীরা অনেক ক্ষেত্রে ভিন্নপথ বেছে নেয়। অনেক ক্ষেত্রে এসব নিপীড়িতরা সমাজে জঘন্য অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে।

যৌন শোষণের প্রভাব

যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের প্রভাবের চেয়ে যৌন শোষণের প্রভাব আরো ভয়াবহ। যৌন শোষনের কারণে যে কেউ শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে। তাছাড়া সামাজিক নানামুখী সমস্যায় পড়তে পারে। শারীরিক সমস্যার মধ্যে যৌনাঙ্গে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, এই ক্ষত হতে নানাধরনের যৌন রোগের সৃষ্টি হওয়া, প্রস্রাবের সময় জ্বালা পোড়া ও কষ্ট হওয়া, তলপেটে ব্যাথা হওয়া প্রভৃতি। দীর্ঘ যৌন শোষণের ফল আরও করুণ ও আশঙ্কাজনক। এর ফলে বহু ধরনের জটিল যৌন রোগ সৃষ্টি হতে পারে। যৌন শোষকদের ভিতর মানসিক বিকৃতি থাকে। তাদের আচরণ জটিল ও বিকৃত। এরা অনেকেই নানামুখী শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত থাকে। এদের মাধ্যমে গণরিয়া, সিফিলিস, হারপিস এমনকী এইডস রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

যৌন শোষণের শিকার শিশু, কিশোর-কিশোরীর পরিবারের সদস্যরা অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শোষণের শিকারকে অনিচ্ছাকৃত গর্ভপাত করানো হয় এতে কখনোবা মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। যৌন শোষিতের মানসিক সমস্যা অত্যন্ত জটিল। কেউবা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে আবার এর ফলে কেউবা উন্মাদেও পরিণত হতে পারে।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যায় এসব ঘটনার শিকার পরিবারটিকে একঘরে করে রাখা হয়। শালিস বৈঠকে এদেরকেই শাসন করা হয়। সমাজের মানুষের কোনো ধরনের সহানুভূতি এরা পায় না।

কাজ-১: শিশুর উপর যৌন হয়রানির মানসিক প্রভাবসমূহ কীভাবে শারীরিক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে?

কাজ-২: যৌন শোষণের শারীরিক ও মানসিক প্রভাব চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

১.শূন্যস্থান পূরণ কর

ক. ইভটিজিং এর জন্য সাধারণ বিচার করে ———— কোর্ট ।

খ. যৌন হয়রানি নারীর মানবাধিকারের ———— লঙ্ঘন ।

গ. যৌন হয়রানি হল ———— বিষয়ক হয়রানী ।

ঘ. দিনে দিনে অপরাধীদের দাপট ———— যাচ্ছে ।

ঙ. দিনে দিনে সামাজিক দাপট ও ———— ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে ।

২.সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও

ক. যৌন নির্যাতনের কয়েকটি কারণ লিখ ।

খ. চাকুরিজীবি পিতা-মাতার সন্তান অপরাধে জড়িত হয় কেন?

গ. প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় শিশুরা কেন নিরাপধহীন হয়ে পড়ে?

ঘ. যৌন নির্যাতনের ক্ষতিকর দিকগুলো চিহ্নিত কর ।

ঙ. যৌন নির্যাতনের মানসিক প্রভাব কিরূপ হয়?

৩.বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইভটিজিং অপরাধীর সর্বোচ্চ সাজা কত বছরের জেল?

ক. ৫ বছর

খ. ১০ বছর

গ. ১৫ বছর

ঘ. ২০ বছর

২. সমাজে যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও শোষণের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ–

i. বর্তমানে একক পরিবার ব্যবস্থা

ii. পরিবারে পিতা-মাতার অনুপস্থিতি

iii. শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রুবি একটি কোম্পানিতে ছোট চাকরি করে। অফিসের বস তাকে উচ্চতর পদ প্রদানের কথা বলে এবং তাকে দীর্ঘদিন যৌন শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

৩. রুবির ক্ষেত্রে যৌন শোষণের কারণ কী?

ক. প্রতারনার ফাঁদ

খ. পদোন্নতির প্রত্যাশা

গ. প্রলোভনে পড়া

ঘ. আর্থিক অস্বচ্ছলতা

৪. রুবির মতো মেয়েদের জন্য আমাদের করণীয়-

i. ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখা

ii. প্রয়োজনীয় আইনী সহায়তা প্রদান

iii. সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii

৪. সৃজনশীল প্রশ্ন

রনি নবম শ্রেণির ছাত্র। সে প্রায়ই তার বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতে স্কুল ফাঁকি দেয়। বাবা-মায়ের অফিস করার সুযোগে সে রাস্তার মোড়ে অন্যান্য ছেলের সাথে আড্ডা দেয়। উঠতি বয়সী মেয়ে দেখলে বিভিন্ন রকম অঙ্গ ভঙ্গি করে। একদিন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় একটি মেয়ের ওড়না ধরে টানাটানি করলে এলাকাবাসী তার বাবার কাছে নালিশ করে। এতে তার বাবা-মা অবাক হয়।

ক. নারীর মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন কী?

খ. যৌন শোষণের একটি কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. রনি কর্তৃক যৌন নির্যাতনের মূল কারণ কী- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রনির মতো শিশুরা কীভাবে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে - বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও শোষণ থেকে রক্ষার উপায়

আমাদের দেশে শিশু এবং বড়দের শিশু অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা নেই। শিশুরা যৌন হয়রানি, নিপীড়ন এবং শোষণের শিকার হলে কী পরিমান বিপদের মুখোমুখি হতে পারে সে সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। তাছাড়া আমাদের দেশে অনেক শিশুর মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নেই। শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত শিশুদের এসব ঘটনায় ঝুঁকি এড়ানোর জন্যও তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা নেই। এদেশের দরিদ্র শিশুরা পেটের অন্ন যোগাতে শ্রমে নিয়োজিত হয় এবং এসব শিশুরাই অধিক ঝুঁকির মধ্যে থাকে। অনেক পরিবারের সদস্যরা জানে না তাদের সন্তান শহরে কিংবা অন্য কোনো দেশে গেলে কী ধরনের খারাপ পরিস্থিতির শিকার হতে পারে। কোন জায়গায় শিশু নিরাপদ এবং কোন জায়গায় নিরাপদ নয় এ সম্পর্কে শিশু এবং অভিভাবকদের তেমন কোনো ধারণা নেই। তাছাড়া দেশে প্রচলিত আইন এবং এসব আইনে শিশুদের রক্ষায় কী বলা হয়েছে সে সম্পর্কে অধিকাংশেরই কোনো ধারণা নেই। দেশে অসংখ্য মেয়ের বাল্য বিবাহ হচ্ছে এতে নানা সমস্যা সৃষ্টির পাশাপাশি এসব মেয়েরা জীবন জীবিকার টানে বিভিন্নভাবে যৌন নিপীড়ন,ও শোষণের শিকার হচ্ছে। তছাড়া যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও শোষণের উপর যথেষ্ট পরিমান তথ্য নেই। এ কারণে সমস্যাগুলো পুরোপুরি বোঝা এবং তা মোকাবেলা করার জন্য কী করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা কঠিন।

হাসপাতাল সেবা

পুলিশের সহায়তার কার্যক্রম

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- যৌন শোষণের হাত থেকে নিজেকে রার উপায় বর্ণনা করতে পারব;
- যৌন নির্যাতন ও শোষণের শিকার শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- যৌন নির্যাতন ও শোষণের কবলে নিপতিত হলে সঠিক পন্থা অবলম্বন করে নিজেকে রক্ষা করতে পারব;
- প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলার নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় দিতে সম হব;
- আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ উজ্জীবিত হব ।

পাঠ - ৩.১ ও ৩.২ : যৌন শোষণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষার উপায়

আমাদের দেশে দারিদ্র্যের কারণে অনেক পরিবারের পিতা-মাতা তাদের শিশুদের কাজের সন্ধানে পাঠায় । আবার স্বল্প আয়ের পরিবারের শিশুরাও বিভিন্ন কারখানায় কাজ করে । এসব শিশুদের নিজেদের রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা নেই । পেটের অভাবের তাগিদই তাদের কাছে মূখ্য । বাবা-মায়ের সাথে অভিমান করেও অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো শিশু বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় । এরা তাদের বিপদ সম্পর্কে জানেনা । যৌন শোষকরা নানা কৌশলের মাধ্যমে এসব শিশুকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে । এই যৌন শোষকরা যৌন হয়রানিকারী এবং নির্যাতনকারীর চেয়েও ভয়ংকর । তাদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সমাজের প্রত্যেক শিশুকেই সতর্ক ও সচেতন হতে হবে । এ পাঠ থেকে আমরা যৌন শোষণের হাত থেকে কীভাবে শিশু, কিশোর-কিশোরী, নববধু নিজেকে রক্ষা করতে পারে সে সম্পর্কে জানব ।

যৌন শোষকরা অনেক ক্ষেত্রেই ছদ্মবেশি । এদের সহজে বোঝা যায় না । খুবই চতুর প্রকৃতির । এরা

গার্মেন্টসের সুপারভাইজারের
চাকরির প্রলোভন

শিশুদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেনা। তবে বারবার প্রলোভনে ফেলার চেষ্টা করে। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে কাছে পৌঁছাতে চায়। যে শিশুকে বা শিশুদেরকে প্রলোভনে ফেলতে চায় তাদেরকে প্রসংশা করে, কিছু দিতে চায়, এভাবে নানা কৌশল করে। তবে এদের চোখের ভাষা ভালো না। এসব ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের আচরণ সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে এবং পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং এদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে হবে। অপছন্দনীয় ব্যক্তির যেকোনো কাজে সতর্ক থাকতে হবে এবং অযৌক্তিক প্রস্তাবে না বলতে হবে।

ব্যবসা, বিভিন্ন ফ্যাক্টরি (যেমন- বিস্কুট, রুটি তেরি, গার্মেন্টস প্রভৃতি), ইটের ভাটা, ট্রাভেল এজন্সি, বিউটি পার্লার সহ বহু প্রতিষ্ঠানে শিশুদের চাকরির প্রলোভনে ফেলে যৌন শোষণের ঘটনা ঘটায়। এসব ক্ষেত্রে মালিক, সুপারভাইজার, সেকশন অফিসার বা অন্য যে কেউ ঘটনা ঘটাতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সময় সর্বদাই সতর্ক থাকতে হবে। বেতন বাড়িয়ে দেওয়া, পদোন্নতি দেওয়া, অতিরিক্ত সময়ে কাজের জন্য অযৌক্তিকভাবে অধিক টাকা দেওয়ার প্রস্তাবকারীকে সন্দেহের চোখে দেখতে হবে। যারা বিভিন্ন সময় টাকা বা অন্য কিছু দিয়ে সাহায্য করতে চায় তাদের এ সাহায্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন শিশুদেরকে বাবা-মা এবং নিকট আত্মীয় ব্যতীত অন্যকারো সাথে কোথাও আশ্রয়ের জন্য যাওয়া নিরাপদ নয়। তাই এ সময়ে সর্বদাই এদের সাথে থাকতে হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাবা মায়ের সাথে থাকা শিশু

বিয়ের প্রলোভন দেখিয়েও অনেক ক্ষেত্রে যৌন শোষণের ঘটনা ঘটে। এসব প্রতারকরা বিয়ের পূর্বে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য নানা প্রতারণার আশ্রয় নেয়। জীবনের সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখানো, টাকা দিয়ে সাহায্য করা, নিত্য নতুন নতুন জিনিস কিনে দেওয়া প্রভৃতি। এক সময় তার জীবনের সমস্ত কিছু

লুটে নেয়। প্রলোভন ও প্রতারণার ফাঁদে ফেলে তাকে টাকার বিনিময়ে ব্যবহার করতে চায়। এক দিন বিয়ের স্বপ্ন ভেঙ্গে দেয়। এ ধরণের যৌন শোষকরা অত্যন্ত চতুর। তাই এ থেকে সর্বদাই দূরে থাকতে হবে। এদেরকেও প্রত্যাখ্যান করতে হবে। বিয়ে কোনো খেলা নয়। বিয়ে সমগ্র জীবনের সিদ্ধান্ত।

শহরের প্রতারক গ্রামের সাধারণ মেয়েদের নিয়ে শহরে নিয়ে রওয়ানা হয়েছে। পুলিশ পথে জিজ্ঞেস করছে।

গ্রামের সাধারণ মেয়ে শিশুদের শহরে কোনো কারখানায় চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে শহরে এনে যৌন কাজে ব্যবহার করতে পারে। চাকরির কথা বলে নিয়ে এলেও দেখা যায় শহরের কোনো এক বাসায় বসবাস করতে থাকে এবং যৌন শোষণের শিকার হয়। বিদেশে পাঠানোর নামেও এ ধরনের ঘটনা ঘটে। কখনোবা এসব প্রতারকরা এদের পতিতালয়ে পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়। এ থেকে সুরক্ষা পেতে শিশুর অভিবাবকদের অধিক সচেতন হতে হবে। তাদেরকে প্রলোভনকারী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে। এ বিষয় এলাকার চেয়ারম্যান এবং গন্যমান্য ব্যক্তিদের জানাতে হবে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, চাকিরর ধরন, চাকরি স্থানের ঠিকানা বিস্তারিত তাদের থেকে জানতে হবে এবং সকলকে জানাতে হবে।

যৌন শোষণের ক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরী বয়সের আবেগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বয়সে এদের আবেগ, অনুভূতি অতিমাত্রায় থাকে। যৌন শোষকরা এর সুযোগ নেয়। শিশু, কিশোরীর আবেগের কোন যায়গায় আঘাত করতে হবে তা এইসব শোষকরা জানে। তাই আমরা এ বয়সে কারো প্রলোভনে পড়ব না। গায়ে পড়ে কোনো বন্ধু, মালিক, অফিসের কর্তা ব্যক্তির সাহায্য নিব না। সবসময় না বলব।

যৌন নির্যাতন ও যৌন শোষণের ক্ষেত্রে প্রচলিত যেসব আইন রয়েছে সে সম্পর্কে জানব এবং যারা এর শিকার হতে পারে এমন শিশু, কিশোর ও কিশোরীর জন্য সহজভাবে আইনের বিষয়বস্থ লিখে পোস্টারে উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদেরকে জানতে উৎসাহিত করব।

এবার আমরা নিচের ঘটনাটি পড়ি

বুদ্ধিমতি মাশা

প্রতারক মাশার বাবাকে প্রলোভন দেখাচ্ছে

মাশার বড় বোন তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে আর পড়াশুনা করতে পারে নি। পড়াশুনায় তার মনও ছিল না। দিনমজুর বাবা অনেক কষ্ট করে সংসারটা চালায়। তাদের মা মাশার জন্মের পরই মারা যায়। মাশা বিদ্যালয় থেকে উপবৃত্তির টাকা পায় এবং বইপুস্তক বিনামূল্যে পায় বলে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। একদিন শহর থেকে এক লোক এসে তাদের বাবার সাথে কথা বলেন। সৌদি আরবে বাসার কাজে অনেক লোক নিবে। মাশার বড় বোনকে ইচ্ছে করলে বিদেশে পাঠিয়ে অনেক টাকা আয় করতে পারবেন বলে লোকটি মাশার বাবাকে বলে। মাশার বাবা খুবই খুশী। মেয়ে বিদেশে চাকরি করবে। অনেক টাকা আয় করবে।

ঐ দিন লোকটি এ কথা বলে চলে যায়। পরে এসে বিস্তারিত বলবে। যাবার সময় তাদের বাবাকে ৫০০ টাকা হাতে গুজে দিয়ে যায়। মাশা অন্য ঘর থেকে তাদের কথা শুনছিল এবং বাবার হাতে টাকা দিতেও দেখেছিল। ঐ লোকটি এর পরে আরো দুদিন এসেছিল। বাবাকে একথা ওকথা বুঝিয়েছে। বাবা মাশার বড় বোনকেও বুঝিয়েছে যে মাশা অনেক ভালো থাকবে, অনেক টাকা হবে। মাশা বাবার কাছ থেকে কৌশলে সব কথা শুনেছে। মাশা এ বিষযটি তার স্কুলের এক শিক্ষককে বলেছে এবং তার সহযোগিতা চেয়েছে। শিক্ষক এ বিষয়ে মাশাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছেন।

একদিন বিকেলে লোকটি তাদের বাড়িতে এলে মাশা, বাবা ও তার মধ্যে কী কথা হচ্ছে তা লুকিয়ে শোনে। কবে, কখন এবং কীভাবে তার বোনকে বিদেশে নিয়ে যাবে তার পরিকল্পনা মাশা তার শিক্ষককে বলে। শিক্ষক এ বিষয়টি আগেই পুলিশকে বলে রাখে। একদিন অনেক মেয়ে নিয়ে ঐ লোক তাদের বাড়িতে আসে এবং তাদেরকে কাছের নদীতে থাকা নৌকায় তোলে। মাশা পাশের বাড়ির সহপাঠি

রাখিকে আগেই বিষয়টি বলেছিল। ঘটনার দিন মাশা রাখিকে ডাকে এবং রাখি তার বাবাকে ঐ শিক্ষককে খবর দেওয়ার জন্য বলে।

ঘটনার দিন মাশার শিক্ষক আগেই পুলিশ নিয়ে ঐ বাড়িতে গোপনে বিষয়টি লক্ষ করছিল। ঐ লোক মাশার বাড়িতে মাশার বোনকে নেয়ার জন্য আসা মাত্র পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। পরে ঘটনাটি পত্রিকায় ছাপা হলে ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, ঐ লোক শিশু, কিশোরীদের শহরে নিয়ে কিছুদিন বিভিন্ন জায়গায় রেখে যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং পরে এদের পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়। এলাকার সকলে একমত পোষণ করে বলে যে, মাশার বুদ্ধির জন্যই আজ গ্রামের এই সরল মেয়েগুলো রক্ষা পেল।

কাজ-১: বোনের সুরক্ষায় মাশার কৌশলটি কী? তোমার জানা আরো দুটি কৌশল লিখ।

কাজ-২: শিশুর সুরক্ষায় নিজেকে রক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল কোনটি?

পাঠ ৩.৩ ও ৩.৪ : যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও শোষণের শিকার শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা কার্যক্রম

যৌন হয়নানি, নির্যাতন এবং শোষণের হাত থেকে শিশু, কিশোর, কিশোরী অথবা যে কাউকে নিরাপদে রাখার জন্য এবং যারা এই ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে তাদেরকে সহায়তা প্রয়োজন। এই সহায়তার উদ্দেশ্য হলো শিশু, কিশোর, কিশোরী যারা যৌন হয়রানি, নির্যাতন এবং শোষণের শিকার হয়েছে তাদেরকে মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ করে পরিবার কিংবা সমাজে স্বাভাবিক জীবন যাপনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা। এই কার্যক্রমের সাথে যেসব প্রতিষ্ঠান জড়িত তা নিচের ছকে দেখানো হলো-

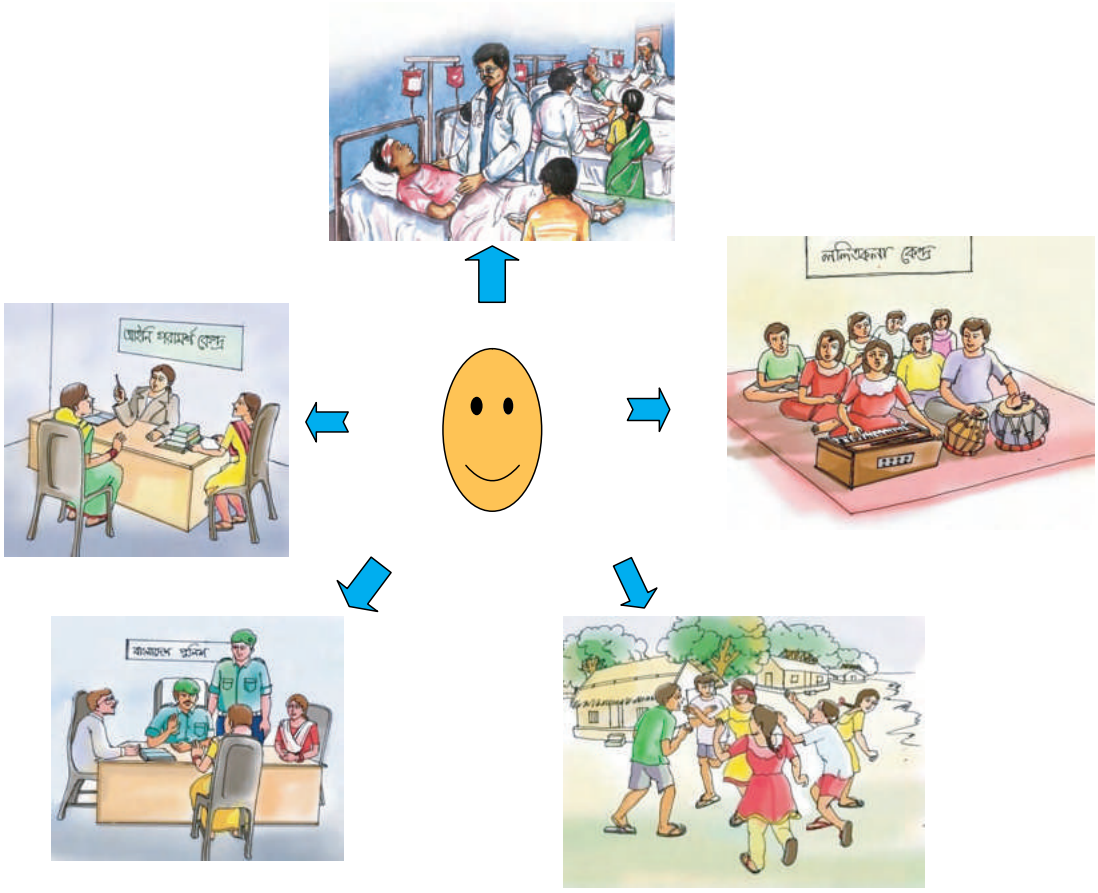

যৌন নির্যাতন ও শোষণের শিকার শিশুর সুরক্ষায় কী সমস্যা রয়েছে তা আমাদের জানা প্রয়োজন। কেনোনা এসব শিশুদের সহায়তা দেয়ার জন্য তাদের যেসব সমস্যা রয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারলেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যাবে।

এবার আমরা নিচের ঘটনাগুলো পড়ি তাহলেই তাদের সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারব। তানিয়াকেসহ অন্যান্য আট শিশুকে উদ্ধার করেছে নয়নপুরের পুলিশ। দুমাস আগে তানিয়া প্রতারক দলের খপ্পরে পড়ে পাচার হয়ে যাচ্ছিল দুবাইতে। প্রতারক দল এদের অনেককেই যৌন নির্যাতন করে। এ দুমাসব্যাপি নির্যাতনে তানিয়া শারীরিক ও মানসিকভাবে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। তার বাড়ির ঠিকানা পাওয়া গেলেও তার বয়স জানা যায় নি। এতে তার প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সমস্যা হচ্ছে। তাছাড়া তানিয়া এবং অন্যান্যদের কোথায় রাখা হবে এ নিয়ে থানা পুলিশ দুশ্চিন্তায় পড়ে। তাকে থানার একটি কক্ষে আটকে রাখা হলে তাদের সম্পর্কে নিজেদের বাড়ির এবং অন্য কোনো লোক তার সম্পর্কে জানতে এবং যোগাযোগ করতে পারে নি। কোনো প্রতিষ্ঠানের বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোনো ব্যাক্তিও পাওয়া গেলনা যে তানিয়াসহ অন্যান্যদের শারীরিক, মানসিকসহ অন্যান্য সমস্যা জেনে তাকে প্রয়োজনীয়

সহায়তা করতে পারে। নয়নপুরের পুলিশ এসব শিশুদের কোথায় রাখবে এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। ঘটনার ৪ মাস পরে পাচারকারী দলকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মামলাও হয়। মামলায় এসব অপরাধিরা একসময় জেল থেকে বেরিয়ে যায়।

উপরের ঘটনায় তানিয়ানহ অন্যান্যদের সুরক্ষায় কী সমস্যা রয়েছে? বিষয়টি নিয়ে আমরা ভেবে দেখি-

সমস্যাসমূহ

জন্ম নিবন্ধন না থাকায় বয়স জানায় সমস্যা যৌন নির্যাতন ও শোষণের শিকার শিশু, কিশোরীর জন্য প্রয়োজনীয় আশ্রয়কেন্দ্র নেই।

যৌন নির্যাতিত ও শোষিত শিশু, কিশোরীর মানসিক,শারীরিক ও সামাজিক অবস্থা জেনে প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি নেই।

নির্যাতিত ও শোষিত শিশু, কিশোরীরসাথে যোগাযোগে সমস্যা

যৌন নির্যাতন ও শোষণের ক্ষেত্রে শিশুর নিরাপত্তায় প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণে সমস্যা

যৌন নির্যাতন ও শোষণের শিকার শিশু, কিশোরীকে উল্টো তাদেরকে দোষিভাবা

যৌন নির্যাতন ও শোষণের শিকার শিশুকে চিকিৎসা সেবা

যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও শোষণের শিকার শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা কার্যক্রম

হাসপাতালে সেবা দান সহায়তা: যৌন নির্যাতন ও শোষণের শিকার শিশু, কিশোর, কিশোরী কিংবা অন্যকেউ হাসপাতাল সেবা সহায়তা পাবার অধিকার রাখে। এসব ঘটনার শিকার শিশুদের সাথে সুন্দর আচরণ করা জরুরি যাতে তারা স্বস্তি ও নিরাপত্তা অনুভব করে। তাছাড়া হাসপাতালে এসব ঘটনার শিকার শিশুর চিকিৎসায় মনোচিকিৎসক দ্বারা তাদের চিকিৎসা প্রদান করা উচিত যাতে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে বিভিন্ন সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারে। সামাজিকভাবে এসব

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হতে আইনি সহায়তা

শিশুরা যাতে ভালো থাকতে পারে সে ক্ষেত্রে তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তাদেরকে সামাজিকভাবে ভালো থাকতে সহায়তা করতে হবে।

উকিল আইনি পরামর্শ দিচ্ছে

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা: আইনি সহায়তা পাওয়া প্রত্যেক শিশুর অধিকার। আমাদের দেশের পুলিশ বিভাগ এ দায়িত্ব পালন করে থাকে। যৌন নির্যাতন ও শোষণের শিকার শিশুর সাথে ভালো আচরণ তাদেরকে সুস্থ্য করে তুলতে সহায়তা করে। প্রত্যেক থানায় মহিলা পুলিশ নিয়োগ জরুরী। এ বাহিনীর এসব শিশুর সাথে কীরুপ আচরণ করতে হবে সে বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

আইন সহায়তাকারী সংগঠন : আইন সহায়তা পাওয়া প্রত্যেক শিশুর অধিকার। তাই যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও শোষণের শিকার শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনি সহায়তা জরুরি।এ ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে আইনী তহবিল সহায়তা থেকে এদেরকে সহযোগিতা করা প্রয়োজন। এসব শিশুর অধিকার সংরক্ষণে আইনি সহায়তা কর্মী উকিলের সহযোগিতা শিশুর মানসিক সাহস বৃদ্ধি করে।

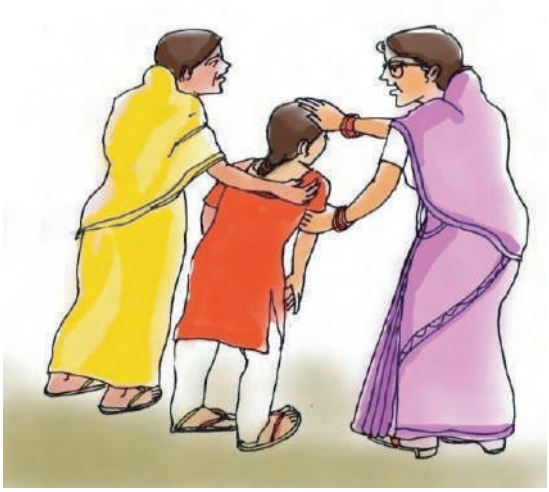

উন্নয়নকর্মী শোষিতের পক্ষে কাজ করছে

সমাজ উন্নয়ন সংস্থা : আমাদের দেশে সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহু সংগঠন কাজ করে। শিশুর নিরাপত্তা ও অধিকার নিয়েও বহু প্রতিষ্ঠান কাজ করে। এ সব সংগঠন যৌন নির্যাতন ও শোষণের শিকার শিশুর নিরাপত্তায় বহু ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসব শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, বিভিন্ন দক্ষতার উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে বৃত্তি প্রদানসহ বিভিন্ন শিশু সহায়তা কার্যক্রম এরা পরিচালনা করে।

বিনোদন কেন্দ্রে খেলাধুলা করছে শিশু

শিশু বিনোদনমূলক সংগঠন : শিশুর জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা থাকা শিশুর অধিকার। আমাদের দেশে শিশুর বিনোদনের জন্য বহু সংগঠন রয়েছে। শিশুর শারীরিক বিকাশের পাশাপাশি মানসিক বিকাশে এসব সংহঠনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেসব শিশু যৌন নির্যাতন ও শোষণের শিকার তাদেরও এ অধিকার রয়েছে। এসব শিশুরা যাতে মানসিকভাবে ভালো থাকে এজন্য তাদের এ ব্যবস্থা থাকা জরুরি।

সমাজ : শিশুর সমাজে বসবাস করা তার জন্মগত অধিকার। পরিবার, প্রতিবেশি এবং যে এলাকায় সে থাকছে সেখানে তার অধিকার বেশি। যৌন নির্যাতিত ও শোষিত শিশুরও তার নিজের পরিবার, প্রতিবেশি এবং সমাজে বসবাসের অধিকার রয়েছে। আমাদের সমজব্যবস্থায় দেখা যায় এসব শিশুদের সমাজ ভালো চোখে দেখে না। সমাজের মানুষকে নির্যাতিত ও শোষিত শিশুর অধিকার সম্পর্কে বোঝাতে হবে। সামাজিকভাবে তাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। সুযোগ দিতে হবে সমাজের সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে। এসব শিশুদের দেশের সম্পদ হিসেবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করতে হবে।

এসব শিশুদের সুরক্ষায় আরো যেসব কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন

- শিশুর সুরক্ষায় জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম নিশ্চিত করা
- যৌন নির্যাতন ও শোষণের শিকার শিশুর পর্যাপ্ত আশ্রয় কেন্দ্র তৈরি করা
- এ সব শিশু ও কিশোরীর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সমস্যা জানার জন্য
- প্রয়োজন মনোচিকিৎসকের সহায়তা
- সামাজিক সমর্থন বৃদ্ধি করা

অনুশীলনী

১. শূন্যস্থান পূরণ করঃ

ক. শিশুর সমাজে বসবাস করা তার ———— অধিকার ।

খ. সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহু ———— কাজ করে ।

গ. নারীদের সুরক্ষা দিতে প্রতি থানায় ———— পুলিশ নিয়োগ দেয়া জরুরি ।

ঘ. যৌন নির্যাতিত শিশু শারীরিক ও ———— ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে ।

ঙ. মাশা তার ———— সহায়তায় বোনকে রক্ষা করে ।

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ

ক. যৌন শোষণের প্রধান কারণ কী?

খ. বাল্য বিবাহের প্রবণতা কোথায় বেশি দেখা যায়?

গ. শিশুদের যৌন ঝুঁকি এড়াতে বেশি প্রয়োজন কী?

ঘ. আমাদের দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির নিকট কোন কাজ মূখ্য?

ঙ. সমাজের বঞ্চিত শিশুদের কীভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করা উচিত?

৩. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. শহরের লোকটি মাশার বাবার হাতে কত টাকা গুজে দিয়েছিল?

ক. ৫০০

খ. ১০০০

গ. ১৫০০

ঘ. ২০০০

,২. বোনকে সুরক্ষায় মাশা স্কুল শিক্ষকের সহযোগিতা চেয়েছে কারণ-

i. শিক্ষক তার পরিচিত

ii. বাবার সরলতা

iii. শিক্ষকের বিশ্বস্ততা ও সহযোগিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ছুটি শেষে বাড়ি ফেরার পথে রাখি কতিপয় দূবৃর্ত্ত কর্তৃক যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। সে সরাসরি থানায় যায়। থানা কর্তৃপক্ষ তাকে হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেয়।

৩. রাখিকে ফিরিয়ে দিয়ে থানা কর্তৃপক্ষ তাকে কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে?

ক. নৈতিক সহায়তা

খ. আইনি সহায়তা

গ. বিচারের সহায়তা

ঘ. চিকিৎসা সহায়তা

৪. এরূপ অবস্থায় রাখির উচিত-

i) হাসপাতালে যাওয়া

ii) পিতা মাতাকে জানানো

iii) উপযুক্ত লোকের পরামর্শ নেয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iiii ঘ. i, ii ও iii

৪. সৃজনশীল প্রশ্ন :

আনিস স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল। ফেরার পথে সে মাধবকাঠি বাজারের একটি নির্জন ঘরে কয়েকজন মেয়ে শিশুর কান্না শুনতে পায়। সে জানালা দিয়ে দেখতে পায় কয়েকটি শিশু একজন ব্যক্তির কাছে কান্নাকাটি করছে আর বলছে "আমাদের ছেড়ে দাও, আমরা ভারতে যাব না।" আনিস লোকটিকে পাচারকারী ভাবে। সে দৌড়ে তার বন্ধুদের খবর দিলে অনেক লোক জড়ো হয় তখন লোকটি পালিয়ে যায়।

ক. উকিলের সহযোগিতা শিশুর কোন সাহস বৃদ্ধি করে?

খ. প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় শিশু কীভাবে অরক্ষিত হয়ে পড়ে?

গ. উদ্দীপকের মেয়েদের সাথে বুদ্ধিমতী মাশা গল্পের কোন চরিত্রের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মেয়েদের রক্ষা করতে আনিসের কৌশলটি ছিল যথার্থ '- পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।